সূচিপত্র

অধ্যায়-১

যাকাত পরিচিতি ২৩
প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের তাৎপর্য ২৫
'প্রয়োজনের অতিরিক্ত' সম্পদ হিসাব করা যেখানে জরুরি ২৭
যাকাতের বিধান কখন অবতীর্ণ হয়? ২৮
পূর্ববর্তী শরিয়তে যাকাত ২৯
কুরআনুল কারিম ও হাদিসের দৃষ্টিতে যাকাতের বিধান ২৯
কুরআনুল কারিমে যাকাতের বর্ণনা ২৯
হাদিসে যাকাতের বর্ণনা ৩০
যাকাতের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য ৩০
যাকাত আদায়ের উপকারিতা ৩২
সম্পদ হ্রাস না হওয়ার অর্থ ৩৪
যাকাত আদায় না করার ভয়াবহতা ৩৫
যাকাত আদায় না করার পার্থিব ক্ষতি ৩৬
যাকাত ও অর্থনীতি ৩৭

অধ্যায়-২

যাকাতযোগ্য সম্পদ ৪৩
'আন-নামা': পরিচিতি ও তাৎপর্য ৪৪
'নামা'-এর দলিল ৪৬
যাকাতের শর্ত ও 'নামা' ৪৬
'নামা' যাকাতযোগ্য সম্পদের শর্ত, না ইল্লত? ৪৬
'নামা' শর্তের তাৎপর্য ৪৭
'নামা'-এর রকমফের ৪৭
অলংকারের যাকাত ৪৯
সৌদি আরবের ফাতোয়া বোর্ডের সিদ্ধান্ত ৫১
বাইতুয যাকাত, শরিয়া বোর্ড, কুয়েত-এর সিদ্ধান্ত ৫২

বাচ্চাদের জন্য ক্রয়কৃত সোনা-অলংকার ৫৫
অন্য বস্তুর সাথে মিশ্রিত অলংকারের যাকাত ৫৫
সাদা সোনা (White gold) ৫৬
হীরা, মণি-মুক্তা ৫৬
সোনা-রুপার কোন মূল্য ধরা হবে? ৫৮
নগদ ক্যাশ ৫৯
আন্তর্জাতিক ইসলামি ফিকহ ফোরামসমূহের সিদ্ধান্ত ৬০
নগদ ক্যাশের বিস্তৃতি ৬২
ব্যাবসায়িক পণ্যে যাকাত আবশ্যক হওয়ার দলিল ৬৪
ব্যাবসায়িক পণ্য বলতে কী বোঝায়? ৬৬
ব্যাবসায়িক পণ্য হওয়ার জন্য 'আমল' (Work) কি জরুরি? ৬৮
ব্যাবসায়িক পণ্যের বিস্তৃতি ৭২
যাকাতযোগ্য ব্যাবসায়িক পণ্য ৭২
যাকাতযোগ্য নয় এমন পণ্য ৭৩
ব্যাবসায়িক পণ্যে 'মালিকানার' অর্থ ৭৩
'হস্তগত' হওয়া দ্বারা কী উদ্দেশ্য? ৭৫
ব্যাবসায়িক পণ্য হস্তগত হওয়ার পূর্বে এর যাকাত আদায় ৭৬
ক্রেতার 'খেয়ার' শর্তকালীন ব্যাবসার উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয়ের বিধান ৭৯
সালাম চুক্তি বা ইস্তিসনা চুক্তিতে পণ্য ও মূল্যের যাকাত ৮০
স্পর্শযোগ্য নয় এমন সম্পদ ও অধিকার ৮২
যাকাতযোগ্য সম্পদের যাকাত আদায়ের শর্তাবলি ৮৩
ব্যক্তিকেন্দ্রিক শর্তাবলি ৮৪
সাবালক ও পাগলের সম্পদে যাকাত ৮৪
মৃতের সম্পদে অনাদায়ী যাকাত ৮৭
বাইতুয যাকাত, শরিয়া বোর্ড, কুয়েতের রেজুলেশন ৮৯

অধ্যায়-৩ **৯১**

যাকাতযোগ্য সম্পদে সম্পদকেন্দ্রিক শর্তাবলি ৯১
নেসাবের পরিচিতি ৯২
যাকাতযোগ্য সম্পদের নেসাব ৯৩
রুপার নেসাব ৯৩
গ্রামের হিসাব ৯৪
স্বর্ণের নেসাব ৯৭
গ্রামের হিসাব ৯৭

রুপার নেসাব কি স্বর্ণের নেসাবের অনুগামী?.....৯৯
সোনা ও রুপা মিলিয়ে নেসাব নির্ধারণ (مسألة الضم).....১০২
মূল্যমান ও অংশ মিলানো: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ.....১০৬
কাগুজে মুদ্রার সাথে সোনা-রুপা মিলানোর মাসআলা.....১০৭
কাগুজে মুদ্রা ও নেসাব.....১০৭
স্বর্ণের নেসাবের মানদণ্ড কি মোটেও বিবেচ্য হবে না?.....১১৫
কাগুজে মুদ্রা ও সোনা-রুপা মিলানো.....১১৭
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ.....১১৭
ফাতোয়া কী হবে?.....১২১
সোনা-রুপার কোন মূল্য ধরা হবে?.....১২১
নেসাব নির্ধারণে রুপার মূল্য হিসাব করা.....১২২
কিছু প্রায়োগিক উদাহরণ.....১২২
ব্যাবসায়িক পণ্যের নেসাব.....১২৩
সরাসরি পণ্য দিয়ে যাকাত প্রদান করা.....১২৮
সব ধরনের ব্যাবসা কি যাকাতের প্রশ্নে অভিন্ন?.....১২৮
বালুর যাকাত.....১৩৪
নেসাব প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা.....১৩৪
যাকাতবর্ষ দ্বারা কী উদ্দেশ্য.....১৩৫
চান্দ্রবর্ষ ও সৌরবর্ষের পার্থক্য.....১৩৬
যাকাতের ক্ষেত্রে কি সৌরবর্ষের বিবেচনা করা যাবে?.....১৩৬
১১ দিনের যাকাতের পরিমাণ.....১৩৬
যাকাত বর্ষের মাঝে সম্পদ বৃদ্ধি হওয়া (মালে মুস্তাফাদ).....১৩৭
যাকাত বর্ষের মাঝে সম্পদ হ্রাস হওয়া.....১৩৮
যাকাতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার পর যাকাতযোগ্য সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়া.....১৩৯
যাকাত ও ঋণ.....১৩৯
অন্যের নিকট প্রাপ্য ঋণ ও যাকাত.....১৪০
পাওয়া যাবে এমন প্রত্যাশিত ঋণের বিধান.....১৪০
পাওয়ার আশা আছে, এমন ঋণের যাকাত কখন আদায় করবে?.....১৪১
ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ ﵉-এর মতামত.....১৪৪
কিছু প্রায়োগিক উদাহরণ.....১৪৫
জীবন বীমা পলিসিতে জমাকৃত অর্থ.....১৪৫
বকেয়া বাড়ি ভাড়া-বেতন-ফি.....১৪৬
কোম্পানির রিজার্ভ ফান্ডের টাকা.....১৪৬
ডাউন পেমেন্ট.....১৪৬

বায়নার টাকা ১৪৬
হারাম পাওনা ১৪৬
সিকিউরিটি মানির যাকাত ১৪৭
দারুল উলুম করাচি পাকিস্তানের ফাতোয়া ১৪৭
দারুল উলুম দেওবন্দের ফাতোয়া ১৪৯
ইসলামি ফিকাহ একাডেমি ইন্ডিয়ার সিদ্ধান্ত ১৫০
AAOIFI-এর শরিয়া স্ট্যান্ডার্ডের ভাষ্য ১৫০
বাংলাদেশের কয়েকজন বরেণ্য মুফতিদের মতামত ১৫১
জামানতের টাকা ১৫২
ঋণগ্রহণ বা ঋণী হওয়া ১৫৫
প্রথম আলোচনা: মৌলিকভাবে প্রতিবন্ধক হওয়া ১৫৬
দ্বিতীয় আলোচনা ১৫৮

অধ্যায়-৪ **১৬১**

সোনা-রুপার যাকাত আদায় ১৬১
শুধু সোনা ১৬২
শুধু রুপা ১৬২
সোনা ও রুপা দুটিই আছে ১৬২
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর ১৬২
চাকুরিজীবীদের যাকাত ১৬৩
পারিশ্রমিক ১৬৩
আলোচনার সূচনা ১৬৩
ফিকহি বিশ্লেষণ ১৬৪
গ্রাচুয়িটি, পেনশন, প্রভিডেন্ড ফান্ডের যাকাত ১৬৮
ব্যাবসায়িক পণ্যের যাকাত আদায় ১৬৮
কোন দিনের মূল্য ধরে যাকাত প্রদান করবে? ১৬৯
শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে শেয়ারের বাস্তবতা ১৭২
কোম্পানির যাকাত ১৭৩
কোম্পানি যদি যাকাত আদায় করতে চায়, তাহলে কীভাবে তা আদায় করবে? ১৭৪
কোন নীতি গ্রহণ করা উত্তম? ১৭৫
শেয়ারের যাকাত বের করার শরিয়া মানদণ্ড ও মেথড (Method) ১৭৭
প্রথম মানদণ্ড: নিয়ত ১৭৭
জেদ্দা ফিকহ একাডেমি ১৭৮
ব্যাংক দুবাই আল-ইসলামি ১৮৩

মারকাযুল ফাতাওয়া কাতার.....১৮৫
কুয়েত, বাইতুয যাকাত, শরিয়া বোর্ড ১৮৬
অ্যাওফি শরিয়া মানদণ্ড.....১৮৮
জর্দান দারুল ইফতা, দারুল উলুম দেওবন্দ, জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া বিন্নুরি টাউন ১৮৮
শেয়ারে 'যাকাতুল মুসতাগাল্লাত' তত্ত্বের সারকথা.....১৯১
মানদণ্ড দুই: 'ব্যাবসায়িক পণ্যের মানদণ্ড'.....১৯২
মানদণ্ড তিন: 'কোম্পানির ব্যবসার ধরনের মানদণ্ড'.....১৯৩
কোন পদ্ধতি বা মেথড অগ্রগণ্য? ১৯৮
কোনো পদ্ধতিকে অগ্রগণ্য বলার মানদণ্ড ১৯৮
একটি বিশেষ বার্তা.....১৯৯
শেয়ারের যাকাত হিসাব বা ক্যালকুলেশন ২০০
ব্যালেন্স শিট ২০১
ক্যালকুলেশন পদ্ধতি ২০২
পদ্ধতি -০১ .....২০২
পদ্ধতি -০২ .....২০৫
পদ্ধতি ০১ ও ০২ এর মাঝে তুলনা.....২০৭
পদ্ধতি ০৩ .....২০৭
কোম্পানির শেয়ারের যাকাত বের করার আরও কিছু পদ্ধতি.....২০৮
১. '২৫% মেথড' ২০৯
জরুরি কিছু বিষয়.....২১০
কোম্পানির রিজার্ভ ফান্ডের যাকাত.....২১১
রিজার্ভ ফান্ডের অর্থের উৎস কী? ২১১
রিজার্ভ ফান্ডের টাকায় হস্তক্ষেপ না করতে পারা ২১২
রিজার্ভ ফান্ডের যাকাত আদায় করার পদ্ধতি ২১২
কোম্পানির ব্যালেন্স শিট থেকে যেভাবে যাকাতের হিসাব বের করতে হয় ২১৩
যাকাত হিসেবে কতটুকু সম্পদ আদায় করতে হবে.....২১৫
ব্যাখ্যা ২১৬
যাকাত আদায়ের পদ্ধতি.....২১৯

অধ্যায়-৫ **২২১**

যাকাত আদায়ের খাত ২২১
১. ও ২. ফকির ও মিসকিন.....২২২
ধনী ও দরিদ্র: পার্থক্য যেভাবে হবে.....২২৫

হানাফি ফিকহের মানদণ্ড ২২৬
নেসাবের প্রকারভেদ.....২২৭
অন্যান্য ফিকহের আলোকে মানদণ্ড ২২৮
'কিফায়া' কী? ২২৮
তুলনামূলক পর্যালোচনা ২৩০
৩. যাকাত-উসুলকারী 'আমেল' ২৩২
যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টন: রাষ্ট্রের ভূমিকা ও দায়িত্ব.....২৩৩
১. প্রথম সেমিনার, ১৯৮৮, রেজুলেশন ধারা: ০৬.....২৩৫
২. পঞ্চম সেমিনার, ১৯৮৮, রেজুলেশন ধারা: ০৬.....২৩৬
৩. সপ্তম সেমিনার, ১৯৮৮, রেজুলেশন, পরামর্শসমূহ ২৩৬
'আমেল'-এর তাৎপর্য.....২৩৭
যারা 'আমেল' হিসাবে বিবেচিত হবে না ২৪০
আমেল ও উকিল.....২৪৩
আমেলের ব্যয় কে বহন করবে? ২৪৩
আমেলের ব্যয় যাকাত থেকে গ্রহণের শর্তাবলি ২৪৫
৪. মুআল্লাফাতুল কুলুব.....২৪৭
'মুআল্লাফাতুল কুলুব'-এর খাত কি এখনো বহাল আছে? ২৪৯
আলোচনার সারসংক্ষেপ.....২৫২
শরিয়া রেজুলেশন ও এর বহুমুখী প্রয়োগ.....২৫২
মুআল্লাফাতুল কুলুব: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ২৫৪
সতর্কতা ২৫৫
৫. দাসমুক্তি: ২৫৫
৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ২৫৭
৭. আল্লাহর পথে: ২৫৯
জিহাদে যাকাতের সম্পদ ব্যয় ২৬০
হাজি কি 'সাবিলুল্লাহ'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে?.....২৬২
জনকল্যাণমূলক খাত বা দাওয়াতি কাজ কি 'সাবিলুল্লাহ'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে? .২৬৩
আন্তর্জাতিক ফিকহ-ফোরামের রেজুলেশন.....২৬৫
'লাজনাতুদ দাইমা লিল-বুহুসিল ইলমিয়্যা ওয়া আল-ইফতা'-এর ফাতোয়া....২৬৬
ইসলামি ফিকহ একাডেমি, ইন্ডিয়ার রেজুলেশন ২৬৭
ইসলামি ফিকহ একাডেমি, জেদ্দা.....২৬৮
বাংলাদেশ 'যাকাত বোর্ডের' সিদ্ধান্ত ২৬৮
৮. মুসাফির.....২৬৯
'মুসাফির'-এর চার অবস্থা.....২৬৯

মুসাফিরকে যাকাত দেওয়ার জন্য শর্ত ২৭০
কী উদ্দেশ্যে সম্পদ দেওয়া হবে? ২৭০
প্রাসঙ্গিক কিছু বিধান ২৭০
যাকাতের খাতসমূহ ও দরিদ্র হওয়া ২৭১
যাকাতের আটটি খাত দু-ভাগে বিভক্ত ২৭২
আলোচিত সবগুলো খাতেই কি যাকাত আদায় করা আবশ্যক? ২৭৪
যাকাত গ্রহণ করতে হলে যে পরিচয়গুলো থাকা জরুরি ২৭৪
আত্মীয়দেরকে যাকাত প্রদানের ধারাবিন্যাস ২৭৮
স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে যাকাত প্রদান ২৭৮
যাকাত আদায়ে নিয়ত ২৭৯
যাকাত আদায়ে মালিকানা প্রদান ২৭৯
ইন্ডিয়া ফিকহ একাডেমি, রেজুলেশন ২৮২
লাজনাতুদ দায়িমা-এর ফাতোয়া ২৮৩
বাইতুয যাকাত, রেজুলেশন ২৮৩
যাকাত আদায়ে 'মালিকানা' শর্তারোপ কি যাকাতের বৃহৎ কল্যাণকে
সংকুচিত করে? ২৮৫
কোনো প্রকার বিনিময় না-হওয়া ২৮৯
অগ্রিম যাকাত আদায় ২৯০
যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তি চিহ্নিত করা ২৯১
সময়মতো যাকাত আদায় ২৯২
উকিল বা প্রতিনিধির মাধ্যমে যাকাত আদায় ২৯২
একজন ফকিরকে কতটুকু যাকাত দেওয়া হবে ২৯৫
যাকাত কী দিয়ে আদায় করবেন? ২৯৫
মাদরাসায় যাকাত প্রদান ও মাদরাসা কর্তৃপক্ষের যাকাত গ্রহণ:
শরয়ি নীতিমালা ২৯৭
মাদরাসায় যাকাত প্রদানের ফায়দা ২৯৭
মাদরাসায় যাকাত প্রদানের সঠিক পদ্ধতি ২৯৭
মাদরাসা কর্তৃপক্ষের যাকাত গ্রহণ ও ব্যয়ের সঠিক পদ্ধতি ২৯৮
ওয়াকালতনামার ফর্ম তৈরি করা ২৯৮
মাদরাসার লিল্লাহ ফান্ড বা যাকাত ফান্ডের টাকা ব্যয়ের খাত ২৯৯
যেসব খাতে লিল্লাহ ফান্ড বা যাকাত ফান্ডের টাকা ব্যয় করা যাবে না: ৩০০
জেনারেল খরচ নির্বাহ করার জন্য যাকাত ফান্ড থেকে ঋণ গ্রহণ ৩০০
যাকাত ফান্ডের টাকা জেনারেল ফান্ডে নেওয়ার জন্য হিলা করা ৩০১
মাদরাসার একাউন্টে যাকাতের এন্ট্রি কীভাবে হবে? ৩০৩

মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে যাকাত গ্রহণের আগে যা নিশ্চিত করতে হবে.....৩০৪
যাকাত আদায়ের কিছু অবহেলিত দিক.....৩০৪
যাকাত সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা.....৩০৫
যাকাত প্রদানকারীদের জন্য নির্দেশনা.....৩০৭

অধ্যায়-৬ **৩০৯**

ফসলের যাকাত ৩০৯
ফসলের যাকাতের পরিচিতি.....৩১০
ফসলের যাকাত: কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে.....৩১০
ফসলের যাকাতের পরিমাণ.....৩১২
উশরযোগ্য ফল-ফসল.....৩১২
গম, যব, খেজুর ও আঙুর ছাড়া অন্যান্য ফসলে যাকাত.....৩১৩
বাইতুয যাকাত, রেজুলেশন.....৩১৬
ইসলামি ফিকহ একাডেমি, ইন্ডিয়া.....৩১৬
যাকাতযোগ্য ফসলের পরিমাণ.....৩১৭
ওয়াসাকের আধুনিক পরিমাপ.....৩১৮
উশরি ভূমি ও খারাজি ভূমি.....৩১৮
উশর ও খারাজ: একটি তুলনামূলক আলোচনা.....৩১৯
জমি যেভাবে খারাজি ও উশরি হয়.....৩২০
মুসলিম শাসক বা অমুসলিম শাসকের জমি বণ্টন করা.....৩২০
নিজে জমি আবাদ করা.....৩২১
সংশ্লিষ্ট এলাকার মুসলিম বিজয় ইতিহাস.....৩২১
ইসলামি ফিকহ একাডেমি, ইন্ডিয়া: উশরি ও খারাজি ভূমি নির্ণয়ের মানদণ্ড....৩২২
বাংলাদেশের ভূমির বিধান.....৩২৩
উশর একটি ইবাদত.....৩২৫
বাংলাদেশে মানুষ কেন উশর আদায় করে না?.....৩২৬
বাংলাদেশের কিছু ফাতোয়া.....৩২৬
উশর ও খারাজের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাসআলা.....৩২৭
যাকাত-বিষয়ক ভুল-ত্রুটি.....৩২৯
পশু দ্বারা কী উদ্দেশ্য:.....৩৩৩
পশু কেমন হতে হবে?.....৩৩৩
হারাম সম্পদের যাকাতের বিধান.....৩৩৪

পরিশিষ্ট ৩৩৭

সাদাকাতুল ফিতর: পরিচিতি ও বিধান ৩৩৭
'সাদাকাতুল ফিতর' কী? ৩৩৭
'সাদাকা': শাব্দিক বিশ্লেষণ ৩৩৭
'সাদাকা': পারিভাষিক অর্থ ৩৩৮
'ফিতর': শাব্দিক বিশ্লেষণ ৩৩৮
'সাদাকাতুল ফিতর': পারিভাষিক অর্থ ৩৩৮
'সাদাকাতুল ফিতর'-এর বিধান কখন অবতীর্ণ হয়? ৩৩৯
'সাদাকাতুল ফিতর': কুরআনুল কারিম ও সহিহ হাদিস থেকে ৩৪০
কুরআনুল কারিম থেকে 'সাদাকাতুল ফিতর' ৩৪০
হাদিস থেকে 'সাদাকাতুল ফিতর' ৩৪১
'সাদাকাতুল ফিতর'-এর বিধান ৩৪২
'সাদাকাতুল ফিতর'-এর তাৎপর্য ৩৪৪
'সাদাকাতুল ফিতর'-এর মৌলিক বিধানসমূহ ৩৪৫
'সাদাকাতুল ফিতর' আদায়কারী-সংক্রান্ত বিধান ৩৪৫
'নেসাব' দ্বারা কী উদ্দেশ্য? ৩৪৬
'প্রয়োজনাতিরিক্ত আসবাব-সামগ্রী' দ্বারা উদ্দেশ্য ৩৪৬
নেসাব শর্ত হওয়ার দলিল ৩৪৭
'যাকাত' ও 'সাদাকাতুল ফিতর'-এর নেসাবের মাঝে মৌলিক পার্থক্য ৩৪৮
যাকাতের নেসাব ও সাদাকাতুল ফিতরের নেসাবে মিলের দিক ৩৪৮
উক্ত নেসাবের মালিক কখন হতে হবে? ৩৪৯
কাদের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে হয়? ৩৪৯
'সাদাকাতুল ফিতর' আদায়ের সময় ৩৫০
রামাদানে কি সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা যাবে? ৩৫০
'সাদাকাতুল ফিতর' হিসাবে যা আদায় করা যাবে ৩৫১
'সাদাকাতুল ফিতর'-এর পরিমাণ ৩৫১
অর্ধ সা গমের প্রামাণ্যতা ৩৫২
'সা': পরিচিতি ও পরিমাণ ৩৫৩
বৃটিশ পদ্ধতিতে এক সা ৩৫৬
মেট্রিক পদ্ধতিতে এক 'সা' ৩৫৭
সা ও আধুনিক পরিমাণ: একটি পর্যালোচনা ৩৫৮
হাদিসে বর্ণিত পাঁচটি দ্রব্যের পরিমাণ ৩৬০
খেজুর, পনির, যব ও কিশমিশ ৩৬০

গম ৩৬০
দ্রব্যগুলোর দাম নির্ণয় করার ব্যাপারে একটি মূলনীতি ৩৬০
পাঁচটি দ্রব্যের মাঝে কোনটি দিয়ে ফিতরা আদায় করা উত্তম? ৩৬১
প্রচলিত খাদ্যদ্রব্য দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ৩৬৩
'সাদাকাতুল ফিতর' আদায়ের খাত.....৩৬৪
সাদাকাতুল ফিতর-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাসায়েল ৩৬৫
সাদাকাতুল ফিতর-সংক্রান্ত প্রচলিত ভুলত্রুটি ৩৬৬
রোজা না রাখলে কি সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে হয় না? ৩৬৭
সাদাকাতুল ফিতরের কেবল অর্ধ সা-এর পরিমাণ ঘোষণা করা ৩৬৭
সাদাকাতুল ফিতর আদায়ে যাকাত দেন কি না তা খোঁজ করা ৩৬৭
বিধর্মীকে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা.....৩৬৭
মূল্য দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ৩৬৮
অর্ধ সা গমের প্রমাণ কি নেই? ৩৬৯
অর্ধ সা গমে ফিতরা আদায় সঠিক না হলে সাহাবায়ে কেরাম কীভাবে
এর দ্বারা ফিতরা আদায় করেছেন? ৩৭০
গ্রন্থপঞ্জি ৩৭৩
লেখক পরিচিতি.....৩৮৪

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

যাকাত ইসলামের তৃতীয় রুকন ও বুনিয়াদি ফরজ বিধান হিসাবে পরিচিত। যাকাতের মাঝে একদিকে যেমন আল্লাহর হক আছে, তেমনই দরিদ্র এবং যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিদেরও হক জড়িত। ইসলামি অর্থনীতির অন্যতম সৌন্দর্য যাকাত। বর্তমান বিশ্বের চলমান অর্থব্যবস্থায় বিত্তশালীদের ওপর 'দান আবশ্যিক' করার কোনো ধারণা নেই; কেবল ইসলামেই যাকাত ও অন্যান্য ওয়াজিব সাদাকার ধারণা রয়েছে। সমাজে একটি ভারসাম্য অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ইসলামি অর্থনীতি যাকাতের মাধ্যমে যে অবদান তৈরি করেছে, তার তুলনা নেই।

যাকাত ইসলামের অন্যতম রুকন হওয়ায় এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে; এখনো হচ্ছে। এর নানা খুঁটিনাটি নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় অগণিত গ্রন্থ রয়েছে।

এ বিষয়ে বাংলা ভাষায়ও বহু গ্রন্থ-পুস্তিকা আছে। এরপরও কেন এ বিষয়ে লিখতে হবে, প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ।

এর উত্তর পেতে সমাজের কিছু চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে—

১. আমাদের সমাজে যাকাতদাতার সংখ্যা বাস্তবে যেমন হওয়া দরকার, সেভাবে কিন্তু নেই। আবার যারা যাকাত দিচ্ছেন, তাদের অনেকেই সঠিক নিয়ম মেনে তা আদায় করছেন না। আমার জানামতে—যদিও এর ওপর সুনির্দিষ্ট কোনো জরিপ নেই; তবে এক যুগেরও অধিক সময় ধরে যেহেতু আমি ফাতোয়া বিভাগে কাজ করছি, সেই সুবাদে নানা মানুষের সাথে কথা বলার মাধ্যমে এ অভিজ্ঞতাটুকু অর্জিত হয়েছে।

২. আরও একটি বিষয় লক্ষ করার মতো—যতটুকু যাকাত উসুল হয়, তা সমাজের দারিদ্র্য বিমোচনে যেভাবে ভূমিকা রাখার কথা, সেভাবে কি তা রাখতে পারছে? এর উত্তর সন্তোষজনক হওয়ার কথা নয়।

৩. আমাদের সমাজে ব্যক্তিকেন্দ্রিক যাকাত আদায় যতটুকু অগ্রসর হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক যাকাত কিন্তু সেভাবে অগ্রসর হয়নি। আর্থিক ও ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো লব্ধ মুনাফা থেকে কর, সিএসআর (Corporate Social Responsibility), রিজার্ভ ফান্ড—নানা নামে পৃথকভাবে হিসাব করে থাকে; কিন্তু কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টে যাকাতের জন্য আলাদা করে বরাদ্দ কোনো ঘর দেখা যায় না।

৪. বর্তমান পৃথিবীর অর্থনৈতিক জীবনব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেক পরিবর্তিত ও অভিনব। ইসলামের প্রতিটি বিধান সময়ের সাথে সাথে প্রায়োগিক হয়ে ওঠে, এবং সময়ের বিজ্ঞ ফকিহগণের হাত ধরে সেই প্রাচীন ফিকহ হয়ে ওঠে জীবন্ত। কিন্তু যাকাতের অভিনব প্রয়োগ নিয়ে আমাদের দেশে শরিয়া গবেষণা কি সেভাবে অগ্রসর হয়েছে? উত্তরটি সন্তোষজনক নয় বলে মনে করি।

৫. বিভিন্ন মুসলিম দেশে যাকাতের আদায়কৃত অংশ অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে সংগ্রহ করা হয়। এ জন্য রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র বিভাগ কাজ করে। শরিয়াসম্মত উপায়ে তা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় যাকাত গবেষণা সেন্টারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেসব দেশে। তাদের জাতীয় অর্থনীতিতে যাকাত অভূতপূর্ব ভূমিকা রাখছে।

তবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে যাকাত সেভাবে অবদান রাখতে পারছে না। সম্প্রতি সরকার এ নিয়ে চিন্তা করছে, কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ এতে আস্থা রাখতে পারছে বলে মনে হচ্ছে না। এ সমস্যার সমাধান আসলে কোথায়? রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা কী হতে পারে? এ বৃহৎ কর্মযজ্ঞের জন্য হোমওয়ার্কিং কেমন হওয়া উচিত?

আমাদের সমাজে বিদ্যমান এই পাঁচটি সুনির্দিষ্ট সমস্যা সামনে রেখে চিন্তা করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, এসবের সমাধানের জন্য যাকাত বিষয়ে বাংলা ভাষায় সার্থক বই রচনার প্রয়োজন আছে। বিশেষত যাকাতের বিদ্যমান আধুনিক প্রয়োগ ও সমস্যা নিয়ে সমাধানমুখী গ্রন্থ রচনা সময়ের অন্যতম দাবি। তাছাড়া যাকাতের বিশেষ কিছু মাসআলা 'আল-ফিকহুল মুকারান' (তুলনামূলক ফিকহ)-এর আলোকেও আলোচনা করা প্রয়োজন। এতে দরিদ্রদের উপকার বৃদ্ধি হবে। যেমন: নাবালকের সম্পদে যাকাত আসবে কি-না, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদে অনাদায়ী যাকাত আদায় করতে হবে কি-না ইত্যাদি—এসব মাসআলা আমাদের দেশে হানাফি ফিকহ অনুসারে আলোচনা করা হয়, তবে অন্যান্য ফিকহের বক্তব্য, সমকালীন

শরিয়া বোর্ড, অন্যান্য দেশের ফাতোয়া ইত্যাদি সামনে রেখে এসব বিষয় আলোচনার দাবি রাখে। এর ফলে নানা ক্ষেত্রে যাকাত হ্রাস হবে না; বরং আরও বৃদ্ধি পাবে।

উপরিউক্ত বিষয়সমূহকে সামনে রেখেই এ গ্রন্থ রচনার ভাবনা এসেছে। এ লক্ষ্যে প্রাচীন ফকিহগণের ভাষ্যের পাশাপাশি সমকালীন ফকিহগণের মত উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন শরিয়া বোর্ডের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও মতভেদ হলে, যে মতের মাধ্যমে দরিদ্রদের উপকার ও কল্যাণ অধিক নিশ্চিত হয়, যে মতের মাঝে অধিক সতর্কতা বিদ্যমান—সেই মত গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে যাকাতদাতাদের স্বার্থও লক্ষ রাখা হয়েছে। প্রচলিত কোনো মাসআলার কারণে তাদের জন্য কঠিন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে থাকলে, সেক্ষেত্রে অন্যান্য নির্ভরযোগ্য মত প্রস্তাব করা হয়েছে।

আমাদের দেশে যেহেতু হানাফি ফিকহ প্রচলিত, অধম লেখকও এ ফিকহের ছাত্র, তাই গ্রন্থের মূল প্রবাহে হানাফি ফিকহ অনুসৃত হয়েছে। তবে আধুনিক মাসআলা সমাধানে ও যাকাতের বেশ কিছু জরুরি মাসআলায় 'আল-ফিকহুল মুকারান' (তুলনামূলক ফিকহ তত্ত্ব) অনুসৃত হয়েছে।

প্রিয় পাঠক, আধুনিক মাসআলায় সমকালীন ফকিহগণের নানা বৈচিত্র্যময় মত থাকবে, এটিই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে দলিল প্রমাণের আলোকে যে মত অগ্রগণ্য বলে মনে হয়, যে মতের অনুসরণে অধিক সতর্কতা বিদ্যমান, যে মতের মাধ্যমে কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয় না, সে মত গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে অন্য মতের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান বজায় রাখা হয়েছে।

গ্রন্থটি পাঠে বিজ্ঞজনদের কেউ কেউ অধমের উপস্থাপন, মতের সাথে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। এটি খুবই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে দলিল ও যুক্তিসহ অধমকে কেউ মতামত জানালে অত্যন্ত উপকৃত হব। নতুন করে বিষয়টি নিয়ে চিন্তার সুযোগ পাব ইনশাআল্লাহ। প্রয়োজন মনে হলে সংশোধনও করে নেওয়া হবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, গ্রন্থটি পাঠ করতে গিয়ে, বিজ্ঞ পাঠক কিছু ক্ষেত্রে নতুন কিছু ধারণা পাবেন। এমন কিছু বিষয় পাবেন, যা সমাজে প্রচলিত ফিকহের সাথে যায় না। বস্তুত আমি এতে শঙ্কিত; হয়তবা সমালোচনার তিরে বিদ্ধ হতে হবে। তবে শুধু প্রচলিত মত ও ধারণার পরিপন্থি হওয়ায় বিরোধিতা বা সমালোচনা না করার অনুরোধ রইল। যে বিষয়ে স্পষ্ট 'নস' (শরয়ি ভাষ্য) নেই, সেখানে মতের ভিন্নতাকে 'নসের' ভিন্নতা হিসাবে না দেখাই নিরাপদ।

মনে রাখতে হবে, গ্রন্থটি মূলত একটি গবেষণামূলক আলোচনা। অ্যাকাডেমিক ডিসকাশন, চূড়ান্ত ফাতোয়া নয়। সুতরাং একে গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মেনে

অধ্যায়

১

- **যাকাত পরিচিতি**
- **যাকাত: কুরআনুল কারিম ও হাদিসের আলোকে**
- **যাকাতের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য**

যাকাত পরিচিতি

'যাকাত' শব্দটি الزكاة-এর বাংলা রূপ। আরবি প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য অভিধানগুলোতে এর অর্থ লেখা হয়েছে—বৃদ্ধি, পবিত্রতা, প্রশংসা ও বরকত। বিশিষ্ট আরবি অভিধানবিদ আল্লামা ইবনু মানজুর ﵀ (মৃত্যু ৭১১ হি.) লিখেছেন, 'আভিধানিক[১] দৃষ্টিকোণ থেকে যাকাতের মূল অর্থ হলো—পবিত্রতা, বৃদ্ধি, বরকত ও প্রশংসা। এ-সবকটি অর্থে 'যাকাত' শব্দটি কুরআন ও হাদিসে ব্যবহৃত হয়েছে।

[১] পবিত্রতার অর্থে—সুরা শামস: ৯, সুরা আলা: ১৪; প্রশংসার অর্থে—সুরা নাজম: ৩২। আরও দেখুন, *লিসানুল আরব*, খণ্ড ৬, পৃ. ৬৯।

তবে এসবের মধ্যে মূল অর্থটি হলো—النَماء، الزيادة তথা বৃদ্ধি ও বর্ধন।[২] এই অর্থের সাথে সংগতি রেখেই পূর্বোক্ত অর্থগুলো সৃষ্টি হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, যাকাত শব্দটির মধ্যেই এর মূল তাৎপর্য নিহিত। যাকাত সম্পদ হ্রাস করে না; বরং বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে এ শব্দটি আরবি ভাষার গভীরতা ও বিস্তৃতির প্রমাণও বহন করে। আর শুধু এ শব্দই নয়, অর্থনীতির আরবি শব্দ 'ইকতেসাদ', চিকিৎসার আরবি শব্দ 'তিব্ব' শব্দ দুটির মূল অর্থগত তাৎপর্যও আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। আরবি ভাষায় প্রতিটি শব্দই গভীর অর্থবোধক। তাই তো আল্লাহ ﷻ শেষ উম্মতের উদ্দেশ্যে তাঁর মহিমান্বিত কথামালা ব্যক্ত করার জন্য এ ভাষা চয়ন করেছেন।

শাব্দিকভাবে, মূল সম্পদ থেকে যাকাত হিসেবে যে সম্পদটুকু বের করা হয়, তাকে 'যাকাত' বলে। তবে আল্লামা জামাখশারি ﵀ লিখেছেন, যাকাত আদায়ের কাজটিকেও 'যাকাত' বলে ব্যক্ত করা হয়।[৩]

'যাকাত' শব্দটি আলিফ-লাম যুক্ত হয়ে কুরআনুল কারিমে মোট ৩০ বার ব্যবহৃত হয়েছে, আলিফ-লাম ছাড়া ব্যবহৃত হয়েছে তিন জায়গায়: সুরা কাহাফের ৮, সুরা মারইয়ামের ১৩ এবং সুরা রুম-এর ৩৯ নম্বর আয়াতে। একই আয়াতে সালাতের সাথে যাকাতের উল্লেখ হয়েছে ২৭টি স্থানে; কেউ বলেছেন ৩২টি, কেউ আবার লিখেছেন ৮২টি স্থানে, তবে প্রথমটিই সঠিক। এসব স্থানের মধ্যে কেবল আটটি স্থান মাক্কি সুরাসমূহে; বাকি সবকটি 'যাকাত' শব্দ এসেছে মাদানি সুরাসমূহে।

অপরদিকে 'সাদাকা' (একবচন) ও 'সাদাকাত' (বহুবচন) শব্দ দুটি এসেছে মোট ১২টি স্থানে। সবকটি মাদানি সুরাসমূহে।[৪]

এ আলোচনা থেকে এটি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যাকাত শব্দটি ইহুদি ভাষা থেকে আহরণ করা হয়নি; কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ যেমনটি দাবি করেছেন। কারণ, কুরআনুল কারিমে মাক্কি সুরাগুলোতেই শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। অথচ তখনো ইহুদিদের সাথে নবিজির সাক্ষাৎ হয়নি।[৫]

কুরআন ও হাদিসে যাকাতের পাশাপাশি আরেকটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা হলো সাদাকা (الصدقة)। এ শব্দটিও যাকাতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা মাওয়ারদি ﵀ (মৃত্যু ৪৫০ হি.) লিখেছেন, '(যাকাতের প্রসঙ্গে) যাকাত-ই সাদাকা, সাদাকা-ই যাকাত।

[২] *মাকাইসুল লুগাহ*, পৃ. ৩৮৬

[৩] *আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু*, পৃ. ১৭৮৮; *আল-ফায়েক*, খণ্ড ১, পৃ. ৫৩৬

[৪] *ফিকহুয যাকাত*, ড. ইউসুফ কারজাভি ﵀, পৃ. ৫৩

[৫] প্রাগুক্ত

শব্দ ভিন্ন; তবে মর্ম অভিন্ন।[৬]

যাকাতের পরিচিতি বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। কুয়েতের বাইতুয যাকাত (যাকাত হাউস)[৭]-এর আন্তর্জাতিক শরিয়া বোর্ড যাকাতের পরিচিতি পেশ করেছেন এভাবে—

يطلق على أداء حق يجب في أموال مخصوصة، على وجه مخصوص ويعتر في وجوبه الحول والنصاب

'পরিভাষায় যাকাত হলো নির্দিষ্ট আর্থিক হক আদায়ের নাম, যা নির্দিষ্ট সম্পদে নির্দিষ্ট পন্থায় আবশ্যক হয়। এবং এর আবশ্যিকতার ক্ষেত্রে 'হাওল' (বছর) ও 'নেসাব' (নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ)[৮] ধর্তব্য।'

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের তাৎপর্য

সাধরণত যাকাতের পরিচিতি দেওয়ার ক্ষেত্রে 'প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়; যেমন বলা হয়, 'যাকাত হলো, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ নেসাব পরিমাণ হলে...'।

দেখা যায়, নানা জ্ঞানবৃত্তিক আলোচনায়ও যাকাতের পরিচয়ে এ বাক্য উপস্থাপিত হচ্ছে। আসলে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষদের জন্য এ উপস্থাপন উপকারী নয়; বরং

---

[৬] *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, অধ্যায়-১১: সাদাকা; *আল-ইসতিজকার*, খণ্ড ৩, পৃ. ১২৬

[৭] 'বাইতুয যাকাত' (Zakat House)। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে কুয়েতে 'প্রথম আন্তর্জাতিক যাকাত কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়—যাকাতকে সময়ের সাথে আরও উপযোগী করতে, জাতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে একে কার্যকরী করতে ও এ-বিষয়ে আধুনিক নানা শরয়ি ইস্যু গবেষণার ভিত্তিতে শরয়ি সমাধানে উপনীত হতে একটি আন্তর্জাতিক শরিয়া-গবেষণা-কমিটি গঠন করা হবে। পরবর্তী সময়ে ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে রিয়াদে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যাকাত কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত পুনরায় পাশ হয়। উক্ত দুটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিশ্বে প্রথম মুসলিম দেশ হিসেবে কুয়েতের ওয়াকফ মন্ত্রণালয় এগিয়ে আসে। রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ এবং এ-বিষয়ক পূর্বোক্ত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য এর অধীনে ৮৭ খ্রিষ্টাব্দে গঠন করা হয় 'বাইতুয যাকাত' বা যাকাত হাউস। এরপর এর অধীনে যাকাত বিষয়ে পূর্বোক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠিত হয় International Shariah Committee for Zakat। ১৯৮৮ থেকে ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শুধু যাকাতের আধুনিক প্রয়োগ নিয়ে বাইতুয যাকাত ও উক্ত শরিয়া বোর্ড মোট ২৬টি আন্তর্জাতিক মানের যাকাত ফিকহ কনফারেন্স করেছে। প্রতিটি সেমিনার উপলক্ষ্যে মোট ২৬টি বৃহৎ জার্নাল ইস্যু হয়েছে। যাকাতের আধুনিক শতাধিক বিষয়ে শরিয়া রেজুলেশন পাশ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, এ বিশাল ইলম-সম্পদ আমার সংগ্রহে আছে। এ গ্রন্থ লিখতে গিয়ে সেখান থেকে বে-হদ উপকৃত হয়েছি।

[৮] *আহকাম ও ফাতাওয়ায-যাকাত*, ১৩তম প্রকাশনা, ২০১৯ খ্রি., শরিয়া বিভাগ, শরিয়া বোর্ড, বাইতুয যাকাত, কুয়েত, পৃ. ১৩।

বৃদ্ধি হয়ে তার ভোগ বেড়ে যায়। ক্রয়ক্ষমতা (purchasing power) বৃদ্ধি হয়, যা সরাসরি উৎপাদন (Production)-এ প্রভাব বিস্তার করে। Production যখন বেড়ে যায়, বেকারত্বের হার (unemployment rate) তখন কমে যায়। এই সামগ্রিক চিত্র নিশ্চিতভাবে মানুষের বিনিয়োগ ও সঞ্চয় তৈরিতে সরাসরি অবদান রাখে। ভূমিকা রাখে দারিদ্র্য-বিমোচনে।[২৪]

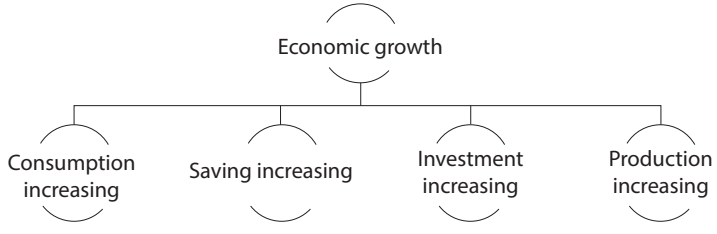

আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, যাকাত আদায়ের মাধ্যমে দাতার বিলাসবহুল পণ্য এবং পরিষেবা (luxury goods and services) ব্যবহার কমে যায়। অপরদিকে গ্রহীতার নিত্য প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি হয়। এর ফলে সম্পদ বণ্টনে সমতা (Equality) তৈরি হয়।[২৫]

শুধু তা-ই নয়, যাকাত সামষ্টিক অর্থনীতির (macroeconomy) অংশ হিসেবে রাজস্বনীতিতেও (fiscal policy) অবদান রাখতে পারে। একটি গবেষণায় উঠে এসেছে, সাধারণত বাংলাদেশ সরকার এডিপি (Annual Development Plan)-এর অধীনে যে বাজেট করে থাকে, এর ২২ শতাংশ কভার হতে পারে শুধু যাকাত দিয়ে।[২৬]

উদহারণস্বরূপ, শিক্ষাখাতে প্রতি বছরই বাজেটের একটি বৃহৎ অংশ নির্ধারিত থাকে। গত অর্থ বছরে (২০১৭ খ্রি.) শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে পুরো বাজেটের ১৫.০৬% বরাদ্দ ছিল। এ থেকে দরিদ্র শিক্ষার্থীদেরকে বই-খাতা ও বৃত্তি প্রদান করা হয়। এ অংশটি খুব

[২৪] The Impact of Zakat on Economic Growth in ৫ State in Indonesia Eko Suprayitno Faculty of Economics, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia E-mail: suprayitno@pbs.uin-malang.ac.id International Journal of Islamic Banking and Finance Research; Vol. 8, No. ১; ২০২০ ISSN ২৫৭৬-৪১৩৬ E-ISSN ২৫৭৬-৪১৪৪ Published by Centre for Research on Islamic Banking & Finance and Business, USA

[২৫] Siddiqi, (১৯৮১) Siddiqi, M. N. (১৯৮১). ১৫২৬৭২_০৭-MuslimEconomic.pdf.

[২৬] Shirazi, N. S. (২০১৪). Integrating Zakat and Waqf into the Poverty Reduction Strategy of the IDB Member Countries. Islamic Economic Studies, ২২(১), ৭৯-১০৮

বিশ্বব্যাংক ও আইডিবি (The Islamic Development Bank)-এর আইআরটিআই (Islamic Research and Training Institute (IRTI))-এর একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে, বিশ্বে সামগ্রিকভাবে গ্লোবাল যাকাত ফান্ডের ভলিয়্যুম হতে পারে প্রতিবছর ৫০০-৬০০ বিলিয়ন ডলার। এদিকে বিশ্বব্যাপী যাকাত সংস্থাগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে যাকাত সংগ্রহ করে থাকে প্রতিবছর মাত্র ১০-১৫ বিলিয়ন ডলার। নানা মতামতের আলোকে দেখা গেছে, প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী যাকাত সংগ্রহের পরিমাণ হতে পারে ১ ট্রিলিয়নের কাছাকাছি। [২৯]

বিশ্বব্যাংকের Poverty and shared prosperity ২০২২-এর প্রতিবেদন অনুসারে বিশ্বে চরম দারিদ্রের হার মোট জনসংখ্যার মাঝে মাত্র ৬৮৫ মিলিয়ন। নিচের চিত্রটি লক্ষ করা যাক—

Poverty reduction resumed slowly in 2021 but may stall in 2022

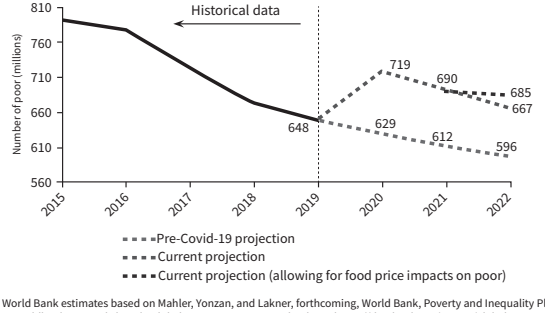

Sources: World Bank estimates based on Mahler, Yonzan, and Lakner, forthcoming, World Bank, Poverty and Inequality Platform, https://pip.worldbank.org; Wolrd Bank, Global Economic Prospects database, https://databank.org/source/global-economic-prospects.
Note: The figure shows the number of poor at the US$2.15 a day poverty line. For 2022, nowcasts are reported for the "Current projection" and for the "Current projection (allowing for food price impacts on poor?."

২০২২-এর শেষ পর্যন্ত হিসাব অনুসারে পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার মাঝে ৬৮৫ মিলিয়ন মানুষ (৮.৫ শতাংশ) চরম দরিদ্র।[৩০] (মোট জনসংখ্যা ৭ হাজার ৭১৫-৭২০ মিলিয়ন প্রায়)। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মাত্র এক বছরের যাকাত দিয়েই পৃথিবীর সমগ্র চরম দরিদ্রতা বিমোচন করা সম্ভব। এটি যদি প্রতি

[২৯] Zakat made easy by Mufti Faraz Adam, P.২৪

[৩০] 'চরম দরিদ্র'-এর সংজ্ঞা নিয়ে নানা মত আছে। একটি মত হলো, যাদের প্রত্যেকের দৈনিক আয় ১.৯ ডলারের চেয়েও কম (The Brookings Institution, https://www.brookings.edu/blog/future-development/২০২২/১০/২১/the-forgotten-৩-billion/#:~:text=The%২০World%২০Bank%২০estimates%২০that,only%২০২%২০percent%২০a%২০year)।

অধ্যায়

২

- যাকাতযোগ্য সম্পদ।
- ‘আন-নামা’: পরিচিতি ও তাৎপর্য
- স্বর্ণ-রুপার যাকাত।
- ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত।
- নগদ টাকার যাকাত।
- ব্যাবসায়িক পণ্যের যাকাত।

যাকাতযোগ্য সম্পদ

ইসলামে সব ধরনের সম্পদে যাকাত আসে না, বরং নির্দিষ্ট কিছু সম্পদে যাকাত আসে। আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত সেই নির্দিষ্ট যাকাতযোগ্য সম্পদ মোট চারটি; যথা—সোনা, রুপা, নগদ ক্যাশ ও ব্যাবসায়িক পণ্য।

এ চার ধরনের সম্পদে যাকাত আসে। এর বাইরে যাকাতযোগ্য আরও তিন প্রকার সম্পদ আছে, যথা—ফসল, পশু ও ভূগর্ভস্থিত সম্পদ। কিন্তু আমাদের সমাজে সেগুলোর ব্যবহার কম, তাই মূল আলোচনায় তা আনা হয়নি। তবে ফসলের যাকাতের বিষয়টি কিছুটা

ভিন্ন। এর প্রচলন থাকা সত্ত্বেও বহু মানুষ এর যাকাত আদায় করে না। এ-ব্যাপারে কিছু ভুল বোঝাবুঝি আছে তাদের মাঝে। এ-বিষয়ে শেষের দিকে স্বতন্ত্র আলোচনা করা হয়েছে।

আমরা নিম্নোক্ত ছড়ার সাহায্যে উক্ত চার প্রকার সম্পদ সহজে মনে রাখতে পারি—

"সোনা-রুপা, নগদ ক্যাশ, ব্যাবসায়িক পণ্য,
প্রতি বছর যাকাত দিয়ে হব মোরা ধন্য।"

'আন-নামা': পরিচিতি ও তাৎপর্য

মানুষ নানা ধরনের সম্পদের মালিক হয়ে থাকে—গাড়ি, বাড়ি, পণ্য, টাকা-পয়সা ইত্যাদি। ইসলামের যাকাত মানুষের সকল সম্পদে আবশ্যিক হয় না। বিশেষ কিছু সম্পদে যাকাত আসে। সেই 'বিশেষ সম্পদ' নির্ণয়ের মানদণ্ড হলো 'আন-নামা' (النماء) বা Income generated asset। যেসব সম্পদের মাঝে 'আন-নামা'-এর গুণ থাকবে, সেটি যাকাতযোগ্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। অন্যভাবে এ-ধরনের সম্পদকে 'প্রডাক্টিভ ওয়েলথ' (Productive wealth)-ও বলা হয়।

ফিকহের গ্রন্থসমূহে যাকাতের অধ্যায়ে যাকাতযোগ্য সম্পদের আলোচনায় 'আন-নামা' (النماء) শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

'আন-নামা' বলতে, সম্পদের মাঝে মৌলিকভাবে বর্ধিত হওয়ার যে গুণ থাকে, তাকে বোঝানো হয়। তবে বাস্তবে সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিটি সম্পদে সর্বদা বর্ধন থাকতে হবে, এমনটি জরুরি নয়। ব্যাবসায়িক পণ্যে বৃদ্ধির উপযোগিতা আছে, ব্যাবসা করে মানুষ লাভবান হয়; কিন্তু সব সময় সম্পদের দৃশ্যত বর্ধন যাকাতের ক্ষেত্রে জরুরি নয়। যদি ব্যাবসায়িক পণ্য লোকসানের মাধ্যমে বিক্রীত হয়, এরপরও তা মৌলিকভাবে বর্ধনশীল হওয়ায় তা যাকাতযোগ্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। বস্তুত মৌলিকভাবে বৃদ্ধির যোগ্যতা ও গুণ থাকাই যথেষ্ট।

আল্লামা মাওয়ারদি ﵀ লিখেছেন,

إن جنس المال إذا كان ناميا وجبت فيه الزكاة، وإن كان النماء مفقوداً، ألا ترى أنه لو حبس ماله عن طلب النماء حتى عدم الدر والنسل وأرباح التجارة لم تسقط عنه الزكاة

'সম্পদের মাঝে প্রকারগতভাবে বৃদ্ধির গুণ থাকলেই যাকাত আবশ্যক হয়ে যাবে; যদিও সেই বিশেষ সম্পদে 'নামা' বা বৃদ্ধি অনুপস্থিত থাকে। যেমন দেখুন, কারও যাকাতযোগ্য সম্পদ যদি আটকে রেখে দেওয়া হয়, এর ফলে সম্পদের বৃদ্ধি না

ঘটে—পশুর বাচ্চা না হয়, ব্যাবসায় লাভ না আসে, তবুও এসব যাকাতযোগ্য সম্পদের যাকাত মওকুফ হবে না' (আল-হাওয়ি, খণ্ড ৪, পৃ. ৮৬)।

আল্লামা কাসানি ﵀ লিখেছেন,

ولسنا نعني به حقيقة النماء، وإنما نعني به كون الكال معداً للإستنماء

'আমরা 'নামা' দ্বারা সম্পদের দৃশ্যমান বর্ধন বোঝাই না; বরং এর দ্বারা আমরা বুঝিয়ে থাকি, সম্পদের মাঝে বৃদ্ধির মৌলিক যোগ্যতা থাকা' (বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড ২, পৃ. ১১)।

এখন প্রশ্ন হলো, যাকাতের ক্ষেত্রে কোন কোন সম্পদে 'আন-নামা'-এর গুণ আছে? এ-প্রসঙ্গে ফকিহগণ সম্পদের তিনটি বিভাজন করেছেন, যথা:

১. এমন সম্পদ, যা বাস্তবেই নিজ থেকে বৃদ্ধি হয়। যেমন: পশু, খনিজ সম্পদ, ফল ও ফসল।

২. এমন সম্পদ, যার মাঝে বৃদ্ধির যোগ্যতা আছে। যেমন: সোনা-রুপা, টাকা-পয়সা ও ব্যাবসায়িক পণ্য।

৩. এমন সম্পদ, যা নিজ থেকে বৃদ্ধি হয় না এবং যার মাঝে বৃদ্ধির যোগ্যতাও নেই। ব্যাবসা নয়, বরং ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত সকল সম্পদ এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন: ব্যবহারের গাড়ি, বাড়ি, কাপড়, জমি, হিরা ইত্যাদি (আল-হাওয়ি, খণ্ড ৪, পৃ. ৩১)।

এখানে প্রথম দুই প্রকার সম্পদ 'নামি' বা 'বর্ধনশীল সম্পদ' হিসেবে বিবেচিত। আর তৃতীয় প্রকার সম্পদ 'গাইরে নামি' বা 'অ-বর্ধনশীল সম্পদ' বলে বিবেচিত।

আরও বোঝা গেল, সম্পদ মৌলিকভাবে দুভাবে 'নামি' হয়ে থাকে—

১. প্রকৃত বৃদ্ধি, যা দৃশ্যমান

২. যার মাঝে মৌলিক বৃদ্ধির যোগ্যতা থাকে, যেমন: সোনা ও রুপা, তদ্রূপ কাগুজে মুদ্রা। এগুলো সরাসরি বাহ্যত বর্ধনশীল নয়; তবে তাতে বর্ধন হওয়ার যোগ্যতা আছে। এগুলো বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে অধিক সম্পদ লাভ করা যায়। এই মৌলিক গুণটি তার মাঝে আছে।

মনে রাখতে হবে, উভয় ক্ষেত্রে মৌলিক ও প্রাকৃতিকভাবে (By natural) বর্ধনশীল গুণ থাকাই যথেষ্ট। সব সময় বাস্তবে সেটা দৃশ্যমান হওয়া জরুরি নয়।

আর বর্ধনহীন সম্পদ (Non-income generated asset) হলো এমন সম্পদ, যা

যাকাতযোগ্য সম্পদ। অপরদিকে কতিপয় সালাফের মতামত এবং মালেকি ও হাম্বলি ফিকহের মতামত অনুযায়ী এ-ধরনের অলংকার যাকাতযোগ্য সম্পদ নয়।

২. বৈধ ব্যবহারের জন্য সংগৃহীত যে সোনা বা রুপার অলংকার সারা বছর ব্যবহার করা হয় না, সে-ধরনের অলংকার হাম্বলি ফিকহ ব্যতীত বাকি সকলের মতেই যাকাতযোগ্য সম্পদ।

<table>
<tr><td rowspan="5">অলংকারের যাকাতের ব্যাপারে আলেমগণের মতামত</td><td rowspan="5">সর্বসম্মতিক্রম মতামত</td><td colspan="2">স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অন্য অলংকার যাকাতযোগ্য নয়</td></tr>
<tr><td colspan="2">ব্যাবসায়িক উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত সকলপ্রকার অলংকার যাকাতযোগ্য</td></tr>
<tr><td colspan="2">পুরুষের সোনা ও রুপার অলংকার ব্যবহার হারাম হলেও তা যাকাতযোগ্য</td></tr>
<tr><td>যেসব স্বর্ণ ও রুপার অলংকার বৈধ ব্যবহারের জন্য সংগৃহীত এবং সারা বছর ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর ব্যাপারে দুটো মত লক্ষ করা যায়:</td><td>• কতিপয় সালাফের মতামত এবং মালেকি ও হাম্বলি ফিকহের মতামত অনুযায়ী যাকাতযোগ্য নয়
• সংখ্যাগরিষ্ঠ সালফে সালেহিন, হানাফি ও শাফেয়ি মাজহাবের ফিকহ এবং সৌদি আরবের ফাতোয়া বোর্ড অনুযায়ী যাকাতযোগ্য</td></tr>
<tr><td></td><td>যেসব স্বর্ণ ও রুপার অলংকার বৈধ ব্যবহারের জন্য সংগৃহীত, কিন্তু সারা বছর ব্যবহার করা হয় না, সেগুলোর অলংকারের যাকাতের ব্যাপারে আলেমগণের মতামত
ব্যাপারেও দুটো মত লক্ষ করা যায়:</td><td>• হাম্বলি ফিকহ অনুযায়ী যাকাতযোগ্য নয়
• বাকি সকলের মত অনুযায়ী যাকাতযোগ্য</td></tr>
</table>